BHĀGAVATA VICĀRA

Śrīmad-bhāgavatam pramāṇam amalam

ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of

Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় – বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস

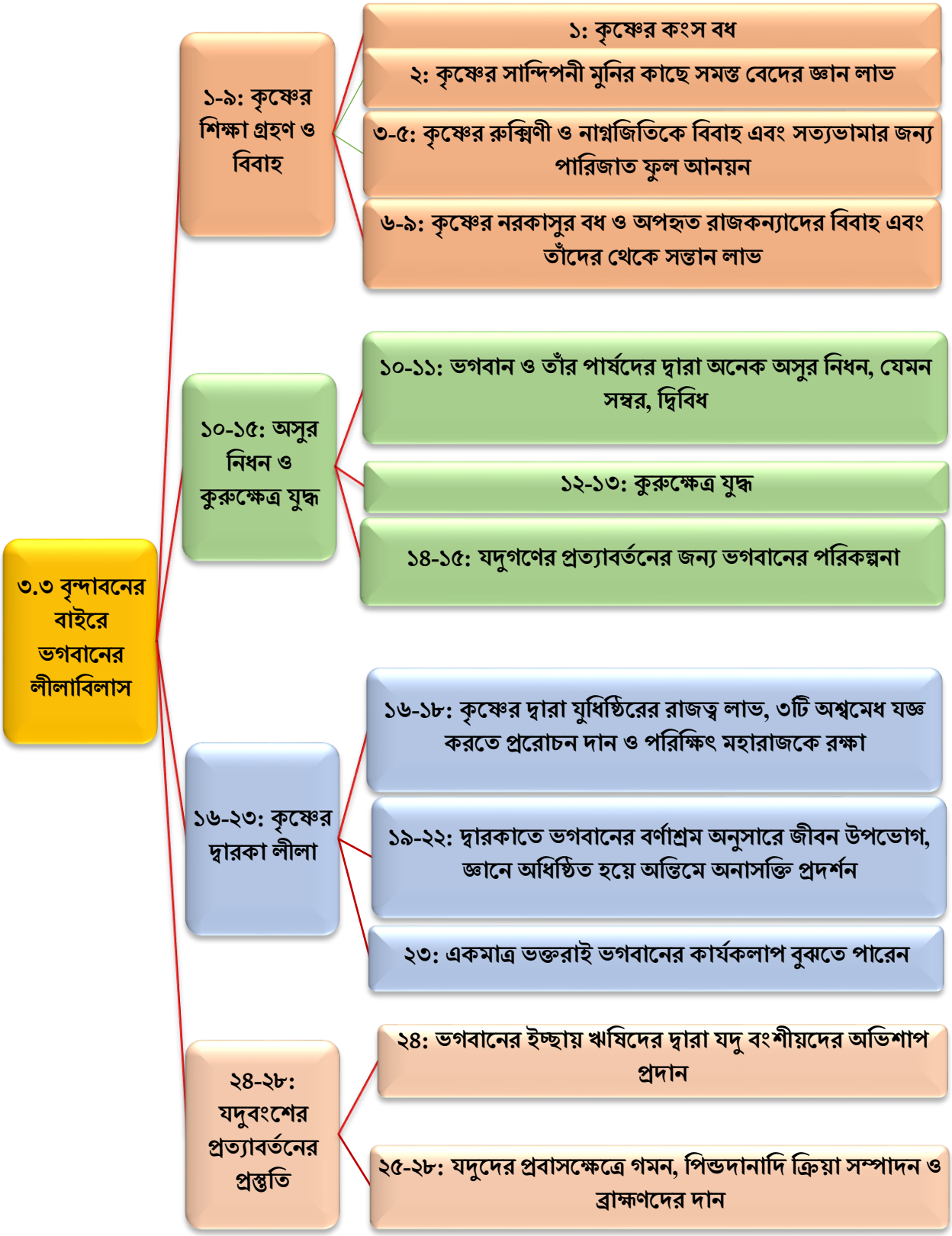

তৃতীয় অধায়ের কথা সার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'শ্রী গৌড়ীয় ভাষ্য' থেকে সংকলিত

তৃতীয় অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হতে মথুরায় আগমন করে কংসবধাদি যে সকল কার্য এবং দ্বারকা পুরীতে যা যা করেছিলেন, সেই সব উদ্ধব বিদুরের নিকট বর্ণনা করেন।

ব্রজ হতে মথুরায় আসার পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজমঞ্চ হতে কংসকে নিপাতন পূর্বক হত্যা, সান্দীপনির নিকট শ্রীকৃষ্ণের বেদ অধ্যয়ন ও পঞ্চজন নামক অসুরের উদর হতে তাঁর মৃতপুত্রকে আনয়ন, রুক্মীনিহরণ, নাগ্নজিতীকে বিবাহ, সত্যভামার মনোরঞ্জনের জন্য স্বর্গ হতে পারিজাত-হরণ, তার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধ, ভূমিপুত্র নরকাসুরকে সুদর্শন চক্র দ্বারা বধ, নরকাসুরের সংগৃহীত রাজকণ্যাগণকে বিবাহ ও তাঁদের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটি সন্তান উৎপাদন, কালযবন, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি রাজাগণের বিনাশ সাধন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ এবং দন্তবক্রাদি অসুর বধ এবং বলদেব প্রদ্যুম্নাদি কর্তৃক আরও কতগুলি অসুরবিনাশ, দুর্যোধনকে হতশ্রী দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জুনাদি দ্বারা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত ভূমির ভার অপহৃত করালেও পৃথিবীতে যাদবসৈন্য থাকাকাল পর্যন্ত পৃথিবী তাদের ভারে প্রপীড়িত বলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমান, যদুগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ সংঘটনই তাদেরকে বিনাশ করার একমাত্র উপায় - এরূপ চিন্তন, যুধিষ্টিরকে তার রাজ্যে সংস্থাপন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় উত্তরার গর্ভকে পুনরায় যথাস্থানে সংরক্ষণ, যুধিষ্ঠির দ্বারা তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধন, দ্বারকাতে অবস্থান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্য বিচার প্রভৃতি বহু বিষয় উদ্ধব বিদুরের নিকট বর্ণনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মর্তলোক, দেবলোক ও বিশেষরূপে যদুগণ ও পুরললনাগণের আনন্দবিধান পূর্বক বিহার করতেন। কন্দর্পাদি সকলেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অধীন, তিনিই একমাত্র ভোক্তা, তবুও তিনি গৃহধর্মে ও কামভোগাদি উপায়ে বৈরাগ্য লীলা প্রদর্শন করেছেন। এটি দ্বারা যে সকল পুরুষ দৈবের অধীন এবং যাদের কামাদিও দৈবপরতন্ত্র, তারা যে কামাদি উপায়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন না, তাই প্রদর্শিত হল।

কোনও সময় যদু ও ভোজ বংশীয় কুমারগণ ক্রীড়া করতে করতে মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন করলে, মুনিগণ তাদেরকে অভিশাপ দিলেন এবং কিছুদিন পরেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি যাদবগণ দৈবীমায়ায় মোহিত হয়ে প্রভাসতীর্থে গমণ পূর্বক দেব, ঋষি ও পিত্রাদির তর্পণ ও ব্রাহ্মণ গণকে বহু দ্রব্য দান ও অভিবাদন করলেন।

১-৯: শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ ও বিবাহ

🕮 ৩.৩.১ — কংস বধ –

শ্রীউদ্ধব বললেন- তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ মথুরাপুরীতে গিয়ে তাঁদের পিতামাতার আনন্দবিধানের জন্য জনসাধারণের নেতা কংসকে তার সিংহাসন থেকে টেনে এনে মহাবলে তাকে ভূমিতে ফেলে হত্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

কংস ছিল এক মহা অসুর। বসুদেব ও দেবকী কখনো ভাবতে পারেনি যে কৃষ্ণ ও বলরাম সেই বিশাল ও অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুকে বধ করতে সক্ষম হবে। দুই ভাই যখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট কংসকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁদের পিতামাতা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন যে, এখন হয়তো কংস তাঁদের পুত্রদের হত্যা করবে, যাঁকে তাঁরা এতকাল ধরে নন্দমহারাজের গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভগবানের পিতামাতা তাঁদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহবসত গভীর বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন, এবং তাঁরা প্রায় মূর্ছিত হচ্ছিলেন। কংসকে যে তিনি সত্যি সত্যি বধ করেছেন, তা তাঁদের দেখাবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম কংসের মৃত দেহ মাটিতে টেনে এনেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

🕮 ৩.৩.২ — শ্রীকৃষ্ণের গুরুকূলে শিক্ষা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান –

তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির কাছ থেকে কেবল একবার মাত্র শ্রবণ করে তিনি বিভিন্ন শাখা সমেত সমগ্র বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাঁর গুরুদেবের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর পুত্রকে যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – ভগবান সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, কিন্তু তা স্বত্ত্বেও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভ করার জন্য **সদ্ গুরুর কাছে যাওয়ার অবশ্যকতা এবং সেবা ও দক্ষিণার দ্বারা গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান** করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত বিচার – এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, **কেউ যখন ভগবানের কোন রকম সেবা করেন, ভগবান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন।** যে সমস্ত ভক্ত সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত, তাঁরা ভক্তির প্রগতির পথে কখনই নিরাশ হন না।

৩-৫: শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী ও নাগ্নজিতিকে বিবাহ এবং সত্যভামার জন্য পারিজাত ফুল আনয়ন

🕮 ৩.৩.৩ — রুক্মিণী হরণ –

রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজা এবং রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করার জন্য স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজাদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, গরুড় যেভাবে অমৃত কলস নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন।

🕮 ৩.৩.৪ — নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিদের সাথে যুদ্ধ –

অবিদ্ধনাসা সাতটি বৃষকে দমন করে তিনি রাজকুমারী নাগ্নাজিতীকে স্বয়ংবরে বিবাহ করেছিলেন। যদিও ভগবান কন্যারত্নটিকে জয় করেছিলেন, তবুও সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভগবান তাঁদের সকলকে হত্যা করেছিলেন অথবা আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে অক্ষত ছিলেন।

🕮 ৩.৪.৫ — পারিজাত বৃক্ষহরণ –

সাধারণ মানুষ যেভাবে পত্নীর প্রীতিসাধন করে, তেমনই তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তার পত্নীর প্ররোচনায় (স্ত্রৈণ হওয়ার ফলে), ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সমগ্র সামরিক শক্তিসহ তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – **স্ত্রৈণরা সাধারণত মূর্খই হয়ে থাকে।**

- ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল তিনি সত্যভামার মত শত সহস্র পত্নীর পাণি গ্রহণ করতে পারেন। তাই সত্যভামা সুন্দরী পত্নী ছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর ভক্তের অনন্য ভক্তির প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন।

৬-৯: কৃষ্ণের নরকাসুর বধ ও অপহৃত রাজকন্যাদের বিবাহ এবং তাঁদের থেকে সন্তান লাভ

🕮 ৩.৩.৬ — নরকাসুর বধ –

ধরিত্রীর পুত্র নরকাসুর সমগ্র গগনমণ্ডল তার শরীরের দ্বারা গ্রাস করতে চেয়েছিল, এবং সেই জন্য যুদ্ধে ভগবান তাকে হত্যা করেন। তার মাতা তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে নরকাসুরের রাজ্য তিনি তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেন এবং তারপর তিনি সেই অসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – সাধু চরিত্রের মাতা পিতার পুত্রও অসৎ সঙ্গের প্রভাবে যে অসুরে পরিণত হতে পারে তা সত্য। সৎ হওয়ার ব্যাপারে জন্মই সর্বদা কারণ নয়; সৎ সঙ্গের সংস্কৃতিতে শিক্ষিত না হলে কেউ সৎ হতে পারে না।

🕮 ৩.৩.৭ — অপহৃত ও বন্দী রাজকন্যাদের পত্নীরূপে গ্রহণ –

নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা রাজকন্যারা আর্তবন্ধু শ্রীহরিকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ, লজ্জা ও অনুরাগযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

বৈদিক সমাজে কন্যা পিতার সংরক্ষণ থেকে পতির সংরক্ষণে স্থানান্তরিত হয়।

🕮 ৩.৩.৮ — অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে একই সময়ে অনুরূপ রূপ ধারন করে বিবাহ –

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নানা গৃহে অবস্থিত সেই সমস্ত রাজকন্যাদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে, একইসময়ে শাস্ত্র বিধিমতে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

🖙 সিদ্ধান্ত বিচার – স্বয়ং-প্রকাশ এবং প্রাভব ও বৈভব বিলাস

- ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অংশের বর্ণনা করা হয়েছে- অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ— আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁর অনন্ত রূপধারী অংশ থেকে অভিন্ন, যাঁরা সকলে অচ্যুত, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত রূপসম্পন্ন। যদিও তিনি আদি পুরুষ এবং সবচাইতে প্রাচীন, তবুও সর্বদাই নবযৌবন সম্পন্ন।
- তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান বিভিন্ন প্রকার স্বয়ং-প্রকাশ রূপে এবং পুনরায় প্রাভব ও বৈভব রূপের বিস্তার করতে পারেন। এই সমস্ত রূপ পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিভিন্ন মহলে রাজকুমারীদের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেই রূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই রূপ প্রতিটি রাজকুমারীর অনুরূপতার বিচারে পরস্পর থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল। তাঁদের বলা হয় ভগবানের বৈভববিলাশ রূপ, এবং তাঁদের প্রকাশ হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা।

🕮 ৩.৩.৯ — প্রত্যেকের গর্ভে দশ-দশটি পুত্র লাভ –

তাঁর অপ্রাকৃত রূপে নিজেকে বিস্তার করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে ঠিক তাঁর নিজের মতো গুণসম্পন্ন দশ-দশটি পুত্র উৎপাদন করছিলেন।

১০-১৫: অসুর নিধন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

১০-১১: ভগবান ও তাঁর পার্ষদের দ্বারা অনেক অসুর নিধন, যেমন সম্বর, দ্বিবিধ

🕮 ৩.৩.১০ — ভগবানের ভক্তবাৎসল্য –

কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য বিচার

🖙 সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের ভক্তবাৎসল্য

- প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর নিজজন মুচুকুন্দ ও ভীমের মত ভক্তদের দ্বারা তাঁদের বধ করতে চেয়েছিলেন।
- এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান তাঁর ভক্তদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাদের বধ করতে সক্ষম। তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন,কিন্তু এই প্রকার মহান কার্যের গৌরবের অংশ ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদেরও এই কাজে নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরাও গৌরব অর্জন করতে পারেন।
- ভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রদান করার জন্য (নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্), তিনি তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন, যাতে অর্জুন যোদ্ধার অভিনয় করার সুযোগ পান, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নায়ক হতে পারেন।

- তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে যা করতে চান, তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবান এইভাবে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন।

📖 ৩.৩.১১ — বধ্য অসুরদের নাম –

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল ও দন্তবক্র আদি বহু অসুরদের কয়েকজনকে তিনি নিজে বধ করেন এবং অন্যদের শ্রীবলদেব ইত্যাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন।

১২-১৩: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

📖 ৩.৩.১২ — কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আগত রাজাদের বিনাশ করে ভূভার লাঘব –

হে বিদুর! তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের পক্ষপাতী হয়ে আগত সেই সমস্ত রাজাদেরও ভগবান বিনাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত রাজারা এতে শক্তিশালী ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

📖 ৩.৩.১৩ — হতশ্রী এবং হতায়ু দুর্যোধনকে দর্শন করে ভগবানের নিরানন্দ –

কর্ণ, দুঃশাসন ও সৌবলের কুমন্ত্রণায় দুর্যোধন হতশ্রী এবং হতায়ু হয়েছিল। তার অনুচরবর্গসহ সে যখন ভগ্ন ঊরু হয়ে ভূমিতে লুটাচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে তাকে দর্শন করে আনন্দিত হননি।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের দুটি বৈশিষ্ট – বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল [1]

- ভগবান যদিও দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করতে বাধ্য হন, তবুও এই প্রকার দণ্ডদান করে তিনি সুখ অনুভব করেন না, কেননা সমস্ত জীবেরা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। দুষ্কৃতকারীদের কাছে তিনি বজ্র থেকেও কঠোর এবং তার অনুগতদের কাছে তিনি কুসুমের থেকেও কোমল।
- দুষ্কৃতকারীরা অসৎসঙ্গ ও কুমন্ত্রণার প্রভাবে পথভ্রষ্ট হয়, যা ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও নির্দেশের বিরোধী, এবং তাই তারা দণ্ডনীয় হয়।
- সুখী হওয়ার নিশ্চিন্ত পন্থা হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা এবং কখনও তাঁর দ্বারা স্থাপিত বিধির লঙ্ঘন না করা, যা মায়ামুগ্ধ জীবদের জন্য বেদ ও পুরাণে নিরূপিত হয়েছে।

১৪-১৫: যদুগণের প্রত্যাবর্তনের জন্য ভগবানের পরিকল্পনা

📖 ৩.৩.১৪ — ভূভার ও মহাভার –

(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগবান বলেছিলেন-) দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং ভীমের সহায়তায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত পৃথিবীর বিশাল ভার হরণ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার থেকে উৎপন্ন যদুবংশের মহাভার এখনও বর্তমান, যা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হতে পারে।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন সমস্যা নয় ধর্ম-গ্লানিই প্রকৃত সমস্যা

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি সমস্যা ? – লোকেরা অনেক সময় বলে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয় এবং তখন যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা বিনাশ-কার্য সংগঠিত হয়, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী কখনও ভারাক্রান্ত হয় না।
- কেন ? – ভগবানের ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীতে সমস্ত জীবের আহারের পর্যাপ্ত আয়োজন রয়েছে, এবং যদি জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে তিনি অধিক আহারের আয়োজন করতে পারেন।

---

[1] **অনুতথ্যঃ** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা ৭.৭২-৭৩

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাম চেতামসি কো নু বিজ্ঞাতুম ঈশ্বরঃ ॥ ৭৩ (উত্তর রামচরিত ২.৭)

- **তাহলে আসল সমস্যা কি?** – পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয় ধর্ম-গ্লানির ফলে, অর্থাৎ ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করার ফলে। ভগবান পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুষ্কৃতকারীদের দমন করার জন্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাবার জন্য নয়, যা জড়বাদী অর্থনীতিবিদেরা ভ্রান্তিবশত বলে থাকে।
- **জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য** – ভগবানের ইচ্ছা, যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য নয়, সেই সমস্ত জীবদের সেই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করবার যোগ্যতা লাভের জন্য তাদের অবস্থার পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া। জড় সৃষ্টির সমস্ত আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করা, এবং ভগবানের প্রকৃতি সমস্ত জীবদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করে রেখেছে।
- **তাহলে অন্তিম সিদ্ধান্ত কি?** – তাই, পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সেই সমস্ত মানুষেরা যদি দুষ্কৃতকারী না হয়ে ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহলে তা পৃথিবীর কাছে ভার না হয়ে আনন্দের উৎস হয়।

সিদ্ধান্ত বিচার – পশুর ভার এবং প্রেমের ভার

- **ভার দুই প্রকার** -পশুর ভার এবং প্রেমের ভার। পশুর ভার অসহ্য হয়, কিন্তু প্রেমের ভার আনন্দদায়ক।
- **ব্যাখ্যা ও উদাহরণ** – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রেমের ভার অত্যন্ত ব্যবহারিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যুবতী পত্নীর কাছে পতির ভার, মায়ের কোলে শিশুপুত্রের ভার, এবং ব্যবসায়ীর কাছে ধনের ভার, যদিও প্রকৃতপক্ষে ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারস্বরূপ, তবুও সেগুলি হচ্ছে আনন্দের উৎস, এবং তাই এই প্রকার ভারী বস্তুর অনুপস্থিতিতে বিচ্ছেদের ভার অনুভূত হতে পারে, যা প্রেমের ভার থেকে অনেক বেশী ভারী। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর উপর যদু বংশের ভারের উল্লেখ করেছিলেন, সেই ভার পশু ভার ছিল না।
- **যদুবংশের ভারটি কি ছিল ?** – ভগবান যখন যদু বংশের সম্পর্কে পৃথিবীর অসহ্য ভারের উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের বিচ্ছেদ ভারের ইঙ্গিত করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীও এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর **ক্ষপিতোরুভারঃ – সারার্থ-দর্শিনী ভাষ্য দ্রষ্টব্য।**

৩.৩.১৫ — যাদবদের অন্তর্ধানের কারণ –

যখন সেই যাদবেরা মধুপানে উন্মত্ত হয়ে আরক্ত লোচনে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে, তখন সেই বিবাদই তাদের বিনাশের কারণ হবে, অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। আমার অন্তর্ধানের পর তা ঘটবে।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের ইচ্ছাই যাদবদের অন্তর্ধানের অন্তর্নিহিত কারণ

- ভগবান এবং তাঁর পার্ষদেরা তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হন। তাঁরা প্রকৃতির নিয়মের অধীন নন। সেই তথাকথিত যুদ্ধও হয়েছিল ভগবানেরই ইচ্ছায়, তা না হলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার কোন কারণই ছিল না। ঠিক যেমন অর্জুনকে পারিবারিক আসক্তিতে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং তার ফলে ভগবদ্গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তেমনই ভগবানের ইচ্ছায় যাদবেরা মদিরা পানে প্রমত্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া আর কিছু নয়।
- ভগবানের ভক্ত এবং পার্ষদেরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা। এই ভাবে তাঁরা সকলেই ভগবানের হাতে অপ্রাকৃত ক্রীড়নক, এবং ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ব্যবহার করতে পারেন।
- ভগবানের ভক্তরা কখনো তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন না ; পক্ষান্তরে, তাঁদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পূর্তিসাধন করেন এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে এই সহযোগীতার ফলে ভগবানের লীলার পূর্ণ পটভূমিকা নির্মিত হয়।

১৬-২৩: কৃষ্ণের দ্বারকা লীলা

১৬-১৮: কৃষ্ণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব লাভ, ৩টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে প্ররোচন দান ও পরিক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা

🕮 ৩.৩.১৬ — অন্তর্ধানের পূর্বপ্রস্তুতি –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে, এবং সাধুদের বর্ত্ম প্রদর্শন করে সুহৃৎদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

🕮 ৩.৩.১৭ — মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা –

পুরুবংশধরের যে ভ্রূণটি মহাবীর অভিমুন্য কর্তৃক তাঁর পত্নী উত্তরার গর্ভে সংস্থাপিত হয়েছিল, তা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবান তা পুনরায় রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – মহান যোদ্ধা অভিমুন্য কর্তৃক উত্তরা গর্ভবতী হওয়ার পর পরীক্ষিতের যে ভ্রূণ শরীরটি বিকশিত হচ্ছিল, তা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে তাঁকে দ্বিতীয় শরীর প্রদান করেন এবং এইভাবে পুরুবংশ রক্ষা পেয়েছিল। **এই ঘটনা প্রতক্ষ্যভাবে প্রমান করে যে শরীর এবং চিৎ স্ফুলিঙ্গ বা জীব পরস্পর থেকে ভিন্ন।**

🕮 ৩.৩.১৮ — মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কার্যকলাপ –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় পৃথিবী পালন করে, আনন্দে কালযাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – আদর্শ রাজা – পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী

- মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পৃথিবীর সম্রাট পরম্পরার আদর্শ প্রতিনিধি, কেননা তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত।
- **এই জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া।** জড় জগতের সমস্ত ব্যবস্থা সেই কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য আয়োজিত হয়েছে। যারা সেই পরিকল্পনা লঙ্ঘন করে, তাদের প্রকৃতির নিয়মে দন্ডভোগ করতে হয়, কেননা প্রকৃতি ভগবানের আদেশ অনুসারে কার্য করে।
- রাজা সর্বদাই ভগবানের প্রতিনিধি। **আদর্শ রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়,** এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন আদর্শ সম্রাট।

১৯-২২: দ্বারকাতে ভগবানের বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবন উপভোগ, জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে অন্তিমে অনাসক্তি প্রদর্শন

🕮 ৩.৩.১৯ — ভগবানের ব্যবহারিক শিক্ষা –

বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবানও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনযাপন করে আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে অবস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের শিক্ষা

- যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র পৃথিবীর পরম সম্রাট, তবুও তিনি যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করেছিলেন, তখন **তিনি কখনও বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি**, কেননা সেগুলি হচ্ছে মানব জীবনের পথ প্রদর্শক।

- ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করেছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহারিক উদাহরণের দ্বারা তিনি অনাসক্তি ও জ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জীবন যাপন না করার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।
- সাংখ্য দর্শনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে যে, **জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অর্জন করা।** জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া, এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেহের প্রয়োজনগুলি মিটানো সত্ত্বেও, এই প্রকার পাশবিক জীবন ধারন থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

📖 ৩.৩.২০ — লক্ষীদেবীর নিবাসস্থল স্বরূপ ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, অমৃততুল্য মধুর বাক্য, নির্দোষ চরিত্রসহ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থলস্বরূপ তাঁর অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সেখানে বিরাজমান ছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের আসক্তি ও অনাসক্তি

- **১ম তত্ত্ব** – পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বে স্থিত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত।
- **২য় তত্ত্ব** – এই শ্লোকে আবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষীদেবীর নিবাসস্থল।
  - এই দুটি তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী নয়।
- **উভয় তত্ত্বের সমন্বয়** – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকৃষ্টা জড়া-প্রকৃতির বৈচিত্রের প্রতি অনাসক্ত, কিন্তু চিন্ময় প্রকৃতি বা অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে তিনি নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। যারা মূর্খ তারা বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা প্রকৃতির পার্থক্য বুঝতে পারে না।
- ভগবান কখনও পরা শক্তির সঙ্গের প্রতি অনাসক্ত নন। নিকৃষ্ট জড়া-প্রকৃতির বৈচিত্রেকে পরিত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, চিৎ জগতের অপ্রাকৃত আনন্দকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

📖 ৩.৩.২১ — ভগবানের স্বীয় লীলা উপভোগ –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে (উচ্চতর দিব্যলোকে) বিশেষ করে যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ উপভোগ করেছিলেন। রাত্রে অবসর সময়ে তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – ভগবানের আসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ

- যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সব রকম জড় আসক্তির অতীত, তবুও তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন।
- ভগবানের এই সমস্ত আসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, যার ছায়া হচ্ছে জড়া-প্রকৃতি। স্কন্দ পুরানের প্রভাসখণ্ডে শিব এবং গৌরীর আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশের তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হংস(চিন্ময়)পরমাত্মা এবং সমস্ত জীবের পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ষোল হাজার গোপিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই ষোল হাজার গোপী হচ্ছেন ষোল প্রকার অন্তরঙ্গা প্রকৃতির প্রকাশ। দশম স্কন্ধে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিরূপিনী গোপিকারা সেই চন্দ্রের চতুর্দিকে অবস্থিত তারকাবলীর মতো।

📖 ৩.৩.২২ — ভগবানের অবসর গ্রহন করার বাসনা –

এইভাবে ভগবান বহু বছর গৃহস্থ জীবনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তারপর প্রপঞ্চে প্রকটিত গৃহস্থসুলভ ক্ষণভঙ্গুর কামভোগের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বাসনা তাঁর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সমজায়ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পুর্ণরূপে প্রদর্শিত'। এই পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনাসক্তি প্রদর্শন করেছেন। তা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যখন তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিতে

চেয়েছিলেন যে, **সারা জীবন ধরে গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত থাকা উচিত নয়। সকলের কর্তব্য যথাসময়ে স্বাভাবিকভাবে জড়জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া।**

- গৃহস্থ জীবনের প্রতি ভগবানের অনাসক্তির অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ ব্রজগোপিকাদের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর প্রাপঞ্চিক লীলা সমাপন করার বাসনা করেছিলেন।

📖 ৩.৩.২৩ — ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপে প্রীতি স্থাপনের উপায় –

প্রত্যেক জীব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং তার ফলে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগও সেই দৈবের অধীন। তাই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে শ্রদ্ধ বা প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – দৈবাধীন জীবের পক্ষে দৈবাধীশ ভগবানকে জানার উপায়

- ভগবান এবং দৈবাধীন কার্যকলাপের পার্থক্য কেবল তাঁরাই হৃদয় করতে পারেন, যাঁরা ভগবদভক্তির প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন।
- যারা নিজেরাই দৈবীমায়া কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তারা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত।
- ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বশক্তিমান; অর্থাৎ, তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন।
- সেই সম্বন্ধের ভগবদগীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, ***ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ***- **ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে কারো পক্ষেই ভগবানের কার্যকলাপের এক নগন্য অংশও বুঝতে পারা সম্ভব নয়।**

২৪-২৮: যদুবংশের প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি

📖 ৩.৩.২৪ — যদু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারদের মুনিগনের দ্বারা অভিশাপ লাভ –

এক সময় যদু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারেরা খেলা করতে করতে মুনিদের ক্রোধ উৎপাদন করেছিলেন এবং তার ফলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, সেই মুনিগণ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

শিক্ষা বিচার – ঋষিগন কর্তৃক ক্রোধ প্রদর্শন এবং রাজকুমারদের প্রতি অভিশাপ দান ভগবানেরই আর একটি অপ্রাকৃত লীলা। রাজকুমারদের এইভাবে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যাতে সকলে বুঝতে পারেন **ভগবানের বংশধরেরা পর্যন্ত, যাঁদের জড়াপ্রকৃতির কোনো কার্যকলাপই বিনাশ করতে পারে না, তাঁরাও ভগবানের মহান ভক্তদের কোপভাজন হতে পারেন। তাই সবসময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত যে, ভগবানের ভক্তের চরনে যাতে কোনো রকম অপরাধ না হয়ে যায়।**

২৫-২৮: যদুদের প্রবাসক্ষেত্রে গমন, পিন্ডদানাদি ক্রিয়া সম্পাদন ও ব্রাহ্মণদের দান

📖 ৩.৩.২৫ — বৃষ্ণিভোজ ও অন্ধকবংশীয়দের দেবতা অংশদের প্রভাস তীর্থে গমন –

তার কয়েক মাস পর, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিমোহিত হয়ে, দেবতাদের অবতার বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়েরা মহা আনন্দে তাঁদের রথে চড়ে প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন ভগবানের নিত্য ভক্ত, তাঁরা দ্বারকাতেই ছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

দেবমোহিতাঃ – যাঁরা দেবগণ তারাই মোহিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রকটকালে যারা যে দেবগণ অংশে যদুগণে প্রবেশ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তারাই প্রভাসে গমন করে মদিরামত্ত হয়ে স্বার্গাদি ধামে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাথে দ্বারকাতেই নিত্যলীলায় নিত্য বিরাজমান রয়েছেন।

📖 ৩.৩.২৬ — প্রভাস তীর্থে তর্পন ও গোদান –

সেখানে গিয়ে তাঁরা সকলে স্নান করেছিলেন এবং সেই তীর্থের জল দিয়ে পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা রাজকীয়ভাবে ব্রাহ্মণদের বহু গাভীদান করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – বিভিন্ন স্তরের ভক্ত

- ভগবানের ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মুখ্যত **নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ**।
- **নিত্যসিদ্ধ** ভক্তেরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরাতলে অবতীর্ণ হলেও, তাঁরা কখনও জড় পরিবেশে অধঃপতিত হন না।
- **সাধন সিদ্ধ** ভক্তেরাও আবার **মিশ্র এবং শুদ্ধ** এই দুই ভাগে বিভক্ত।
- **মিশ্র ভক্তেরা** কখনও কখনও সকাম কর্মে উৎসাহশীল হন, অথবা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত হন।
- **শুদ্ধ ভক্তেরা** সমস্ত মিশ্রণ থেকে মুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের অবস্থা ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন।
- **ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও ভগবানের সেবা ত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমনে উৎসাহী হন না।** এই যুগে একজন মহান ভগবদ্ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"**তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, বৃথাই কেবল মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।**"
- **এই সিদ্ধান্ত কি সকলের জন্য?** – যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফলে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা ততটা উন্নত নয়, তাঁদের তীর্থযাত্রা এবং নিয়মিতভাবে আচার অনুষ্ঠান পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

📖 ৩.৩.২৭ — ব্রাহ্মনদের দান –

ব্রাহ্মণদের কেবল সুপুষ্ট গাভীই দান করা হয়নি, তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা, রজত, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, রথ, হাতি, ঘোড়া, কন্যা এবং জীবিকানির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমিও দান করা হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – প্রকৃত ব্রাহ্মণদের গুণ, বৃত্তি, পোষণ ও মর্যাদা

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দান করা হয়েছিল, **যাঁরা পারমার্থিক এবং ভৌতিক উভয় দৃষ্টিতেই সমাজের কল্যানের জন্য পূর্ণরূপে যুক্ত। বেতনভোগী সেবকদের মতো ব্রাহ্মণেরা এই সেবা করতেন না,** কিন্তু সমাজ তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ করত। ক্ষত্রিয় রাজা ও ধনী বৈশ্যেরা তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ করতেন, **তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকতেন।** যখন ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকা সত্ত্বেও সমাজ কর্তৃক পুষ্ট হয়ে দয়িত্বহীন হয়ে পড়ে, তখন তারা অধঃপতিত হয়ে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অযোগ্য ব্রাহ্মণে পরিনত হয়। তার ফলে সমাজের অন্য বর্ণের মানুষেরাও ক্রমশ প্রগতিশীল সমাজ জীবন থেকে অধঃপতিত হয়।

📖 ৩.৩.২৮ — পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনযাপন — গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা –

তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভগবানকে নিবেদিত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে, মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের প্রণাম করেছিলেন। সেই সমস্ত যাদবেরা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

সিদ্ধান্ত বিচার – মানব জীবনের পূর্ণতা

- প্রভাস তীর্থে যদুবংশীয়েরা যেভাবে আচরণ করেছিলেন তা ছিল অতি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং মানবজীবনের পূর্ণতার আদর্শ।
- **মানব জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় তিনটি আদর্শ অনুসরন করার ফলে —**
    - গোরক্ষা,
    - ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পালন এবং
    - সর্বোপরি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া।

- ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে মানবজীবনের পূর্ণতা সাধিত হয় না। **মানবজীবনের পূর্ণতা হচ্ছে চিৎ জগতে উন্নীত হওয়া**, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধিও নেই। এইটি হচ্ছে মানবজীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ব্যতীত, তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ বিধানের যত রকম জাগতিক উন্নতিই সাধন করা হোক না কেন, তা কেবল মানব জীবনের ব্যর্থতাই আনয়ন করবে।

শিক্ষা বিচার – ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ

- **যে খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি, তা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবেরা কখনও গ্রহন করেন না। ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভক্তেরা ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহন করেন।**
- **ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সংজ্ঞা** – বুদ্ধিমান শ্রেনীর মানুষদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং যাঁরা পরম সত্যকে তাঁর পরম সবিশেষরূপে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। এই দুই শ্রেনীর মানুষেরাই যজ্ঞের অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহন করেন।
- এখানে **উরু-রসম** শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শস্য, শাকসবজি এবং দুধের দ্বারা শত শত সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক, এবং তাই সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা যায়। ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে নিবেদন করার একমাত্র মানদণ্ড। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভক্ত কর্তৃক নিবেদিত এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য তিনি অবশ্যই গ্রহন করেন।
- **এই সমগ্র ঘটনাটি সকলকে সাবধান করে দেয় যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সঙ্গে কখনও অনুচিত বা লঘু আচরণ করা উচিত নয়।**

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

গোবিপ্রার্থাসবঃ – 'যাদবগণ গোব্রাহ্মণদের জন্যই জীবন ধারণ করছেন' — এই বাক্যদ্বারা যাদবদের পরম ধার্মিকতা দৃঢ়ীকৃত হল। এর দ্বারা ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তাঁদের এরূপ বুদ্ধি হয়েছিল; তা নিত্য নয় আগন্তুকমাত্র — এটিই সূচিত হল। তারপর তাঁদের প্রতি যে দণ্ড, তাও লোকগণের ভয় উৎপাদনের জন্য, কিন্তু বাস্তব নয়। এটিই প্রদর্শিত হল। (শ্রীল জীব গোস্বামী)।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

গোবিপ্রার্থাসবঃ – গাভী এবং ব্রাহ্মণদের সেবার নিমিত্তে যাঁদের জীবন, সেই যাদবগণ। এতে তাঁদের ধার্মিকত্ব দৃঢ় করে, শ্রীভগবানের ইচ্ছার অধীন সংহারত্ব ব্যঞ্জিত হল। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হচ্ছে — 'ব্রাহ্মণগণ কখনো ক্রুদ্ধ হবেন না' – এই বিষয়টি লোকপ্রবর্তন করা। নিত্যসিদ্ধ যাদবগণ থেকে দেবতাদের অংশ বিভাজন, তাদের সেই (মদিরা পানাদির) ছলে নিজ নিজ স্বর্গাদি ধাম প্রাপ্তি – এটি ভগবানের ষষ্ঠ ঐশ্বর্য্য যে বৈরাগ্য, তা দ্যোতিত হচ্ছে। নিজ ভক্তি, ভক্ত, শ্রীধাম ও লীলাপরিকরাদির মাহাত্ম্য গোপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বহির্মুখ জনগণকে প্রতারণা করা এবং নিজ ভক্তজনের অনুরাগ বর্ধন করা।

এই পাঠ সহায়িকায় ব্যাবহৃত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের অর্থঃ

- **তাৎপর্য বিচার** → শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য' থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ।
- **সিদ্ধান্ত বিচার** → গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব
- **শিক্ষা বিচার** → ব্যক্তিগত প্রয়োগমূলক শিক্ষা
- **অনুতথ্য** (পাদটীকা) → আলোচ্য বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য'
- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী'

ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত "ভাগবত